মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন মেনে চলুন মৎস্য সম্পদ রক্ষা করুন

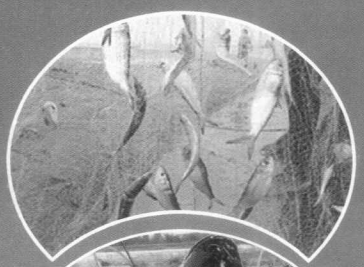

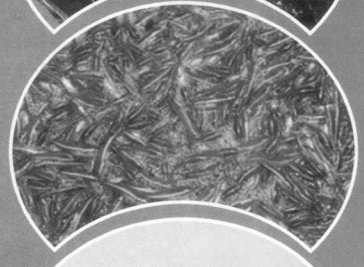

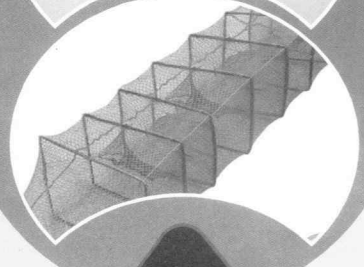

নিষিদ্ধ কাজ সমূহ

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা

১। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে অর্থাৎ সুতি জাল, খরা জাল, চরঘেরা জাল, চায়না দুয়ারি, ফাঁদ, জাগ বা কাঠা, বানা বা বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ।

২। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ সেঃ মিঃ নীচে রুই জাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস ও ঘনিয়া) মাছ আহরণ, পরিবহন, বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৩। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৩০ সেঃ মিঃ বা তার নীচের বোয়াল আহরণ, পরিবহন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৪। নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত ২৫ সেঃ মিঃ ছোট ইলিশ (জাটকা) ধরা, পরিবহন ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৫। মাছচাষের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন জলাশয় সম্পূর্ণ শুকিয়ে বা সেচে মাছ আহরণ করা নিষিদ্ধ এবং বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৫। নদী, খাল বা বিলের সাথে সংযুক্ত জলাশয়ে ০১ এপ্রিল - ৩১ আগস্ট পর্যন্ত শোল, গজার বা টাকি মাছের ঝাঁক ধ্বংস করা যাবে না।

৭। সর্বোচ্চ ১.০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের মেস সাইজ বিশিষ্ট কাঁথাজাল, বেড় জাল, জগৎ বেড় জাল, মশারী জাল, চট জালের ব্যবহার প্রতি বছর ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

৮। পিরানহা, আফ্রিকান মাগুর, সাকার মাউথ ক্যাট ফিশ আমদানি, প্রজনন, চাষ, পরিবহন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, মজুদ সারা বছর নিষিদ্ধ।

৯। উল্লিখিত ধারা ভঙ্গের শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড, অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হতে হবে।

১০। কোন ব্যক্তি কর্তৃক কারেন্ট জাল তৈরী, বুনন, আমদানি, বাজারজাত বা মজুদ করলে অনধিক ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

১১। কোন ব্যক্তি কারেন্ট জাল বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল বা ব্যবহার করলে অনধিক ১ (এক) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড অথবা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

উপর্যুক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন-১৯৫০ অনুযায়ী দন্ডিত হবেন।

প্রচারেঃ মৎস্য অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার